



297035 - পাত্ৰীৰ পৰবিাৰে কাৰো কাৰো সন্তান হচ্ছো না— বয়িৰে প্ৰস্ৰ্তাবকাৰী ছলেকে এ কথা অবহতি কাৰা কি আবশ্যক?

প্ৰশ্ন

আমাৰ ভাই বয়ি কৰতে চাচ্ছো। আমাৰ মা তাৰ জন্ম একটী ময়ে দেখেছে। উভয় পক্ষ বয়িতে সম্মত হযেছে। কিন্তু শয়িতসম্মত দেখোসাক্ষাতৰে পৰ এবং উভয় পক্ষৰে সম্মতৰি পৰ আমাৰা জানতে পাৰলাম যো, ময়েৰে কোন কোন ফুফুৰ সন্তান হচ্ছো না। আৰ যো ফুফুদৰে সন্তান হযেছে তাদৰে ময়েদেৰে সন্তান হচ্ছো না। এখন আমাদৰে ভাইকে এ বিষয়টি জানানো কি আবশ্যক? যদি আমাৰা এ কথা না বলি তাহলে কি আমাৰা গুনাহগাৰ হব? আমাৰা জানি যো, সন্তান হওয়াটা আল্লাহ্ৰ হাতে। কিন্তু আমাদৰে ভাইকে এ বিষয়টি জানানোটা কি আবশ্যক; নাকি আমাৰা তাকে জানাব না— যাতো কৰো আমাৰা তাকে সন্দেহে ও ভয়ৰে মধ্যে ফলে না দহি।

প্ৰয়ি উত্তৰ

আলহামদু লিল্লাহ।

সন্তান হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ৰ হাতে। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “আসমান ও জমনিৰে রাজত্ব একমাত্ৰ আল্লাহ্ৰ। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি কৰনে। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান কৰনে এবং যাকে ইচ্ছা পুত্ৰসন্তান দান কৰনে, অথবা তাদৰেকে পুত্ৰ ও কন্যা উভয়ই দান কৰনে। আবার যাকে ইচ্ছা নঃসন্তান রাখনে। নশিচয়ই তিনি মহাজ্জ্ঞানী, সৰ্বশক্তিমান।” [সূৰা আশ-শূৰা, আয়াত: ৪৯, ৫০]

এক বাড়ীতে কাৰো সন্তান হয়; কাৰো সন্তান হয় না। সন্তান না-হওয়ার কাৰণ কখনও পুৰুষৰে পক্ষ থেকে হতে পাৰে কথিবা মহলিাৰ পক্ষ থেকে হতে পাৰে।

আপনি ফুফুদৰে কথা উল্লেখ কৰছেন; কিন্তু বোনদৰে কথা, খালাদৰে কথা কথিবা চাচাতো বোনদৰে কথা উল্লেখ কৰনেনি।

যহেতু পাত্ৰীৰ দ্বীনদাৰতি ও চৰতিৰ সন্তোষজনক এবং পাত্ৰ এতে সন্তুষ্ট; সুতরাং এটি উল্লেখ কৰা অনুচিত। যহেতু এতে বয়ি ভেঙ্গে যতে পাৰে কথিবা উদ্বগে ও উৎকণ্ঠা চলমান থাকতে পাৰে।

কিন্তু যদি অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজনৰে বাচ্চা না হয় কথিবা এ বিষয়টি প্ৰকাশ্য ও সবাৰ মাঝে জানাশুনা হয়: সক্ষেত্ৰে আপনাদৰে ভাইকে অবহতি কাৰা আবশ্যক; যাতো কৰো বিষয়টি তাৰ জানা থাকে।



শরিয়ত অধিক সন্তানপ্রসবকারিণী নারীকে বয়ি করার প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছে। মা'কলি বনি ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন একজন নারী পয়েছি, যে বংশধরা ও সুন্দরী; কিন্তু তার সন্তান হয় না— আমি কি এ নারীকে বয়ি করব? তিনি তখন তাকে বারণ করলেন। এরপর তার কাছে দ্বিতীয় এক নারীর প্রস্তাব আসল। তখনও সে একই ধরণের কথা বলল এবং তিনি তাকে বারণ করলেন। এরপর তার কাছে তৃতীয় এক নারীর প্রস্তাব আসল। তখনও সে একই ধরণের কথা বলল। তখন তিনি বললেন: তোমরা প্রমেময়ী ও অধিক সন্তানপ্রসবকারিণী নারী বয়ি কর। কেননা আমি তোমাদের আধিক্য নিয়ে গটোরব করব। [সুনানে আবু দাউদ (২০৫০), সুনানে নাসাঈ (৩২২৭), আলবানী হাদিসটিকে 'আদাবুয যাফাফা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৩২) সহহি বলছেন]

ফকাহবিদি আলমেগণ উল্লেখ করছেন যে, কোন নারীর অধিক সন্তান হবে কিনা এটা তার আত্মীয়স্বজনকে দেখার মাধ্যমে জানা যায়।

'কাশশাফুল ক্বনি' গ্রন্থে (৫/৯) এসেছে: “কোন কুমারী ময়ে অধিক সন্তানধারী হবে কিনা এটা তার নারী আত্মীয়স্বজনদের অধিক সন্তান হওয়ার মাধ্যমে জানা যায়।” [সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।